রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ৪, ২০১৬

৬ষ্ঠ খণ্ড

প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরি কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়
লামা বন বিভাগ, লামা

বাঁশ মহাল বিক্রয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২১ জুলাই ২০১৬

নং ০৫ (লামা) অব ২০১৬-২০১৭—লামা বন বিভাগে নিম্ন তফসিলে বর্ণিত বাঁশ মহাল চলতি ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সনে দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রয়ের নিমিত্তে বাঁশ মহাল ক্রয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রকৃত বাঁশ ব্যবসায়ীদের নিকট হতে নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে সীলমোহরযুক্ত বন্ধখামে দরপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে। দরপত্র আগামী ১৭-০৮-২০১৬ তারিখ বেলা ১.০০ ঘটিকার মধ্যে বন সংরক্ষক, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম, জেলা প্রশাসক, বান্দরবান পার্বত্য জেলা, পুলিশ সুপার, বান্দরবান পার্বত্য জেলা এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, লামা বন বিভাগের কার্যালয় রক্ষিত দরপত্র বাক্সে জমা দিতে হবে। প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ পরবর্তী কার্যদিবস সকাল ১১.০০ ঘটিকার সময় বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, লামা বন বিভাগের দপ্তরে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি এবং দরপত্র দাতাদের উপস্থিতিতে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) খোলা হবে। দরপত্রের শর্তাবলী ও অধিকতর তথ্যের জন্য অফিস চলাকালীন সময়ে (ছুটির দিন ব্যতীত) নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয় ও অত্র বিভাগের আওতাধীন মাতামুহুরী রেঞ্জ অফিসে যোগাযোগ করা যাবে।

"বাঁশ মহাল তফসিল"

ক্রঃ নং	রেঞ্জের নাম	বিটের নাম	বাঁশ মহাল নম্বর	মহালের সীমানা	প্রজাতিভিত্তিক বাঁশের পরিমাণ		সর্বমোট বাঁশের পরিমাণ
					প্রজাতি	সংখ্যা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(১)	মাতামুহুরী রেঞ্জ	আলীকদম বিট	০১/মাতা অব ২০১৬-২০১৭	মাতামুহুরী সংরক্ষিত বনাঞ্চল	মূলী মিতিঙ্গা ডলু ছোটাইয়া টেংরামূলী বাজালি বারিয়ালা	৬,৮৫,০০০টি ৫,১০,০০০টি ১,৭০,০০০টি ১,৪০,০০০টি ৪,৭০,০০০টি ২,১০,০০০টি ১৫,০০০টি	২২,০০,০০০টি

"দরপত্রের শর্তাবলী"

(১) বাঁশ মহাল বিক্রয় দরপত্রে অংশগ্রহণকারীকে অবশ্যই প্রকৃত বাঁশ ব্যবসায়ী হতে হবে।

(২) দরপত্র দাতাকে দরপত্রে দাখিলকৃত উদ্ধৃত মূল্যের শতকরা ৫০% (পঞ্চাশ ভাগ হারে) বায়নার টাকা নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে যে কোন তফসিলী ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফট/পে অর্ডার মূলে জমা দিয়ে গৃহীত ব্যাংক ড্রাফট/পে অর্ডার বায়না হিসেবে দরপত্রের সাথে আলাদাভাবে সংযুক্ত করে দিতে হবে। বায়না বাবদ ব্যাংক ড্রাফট/পে অর্ডার ব্যতীত কোন দরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না। দরপত্র দাতা মহাল ক্রয়ে কৃতকার্য না হলে তার বায়না বাবদ জমাকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে অর্ডার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাঁশ মহাল দরপত্র বিক্রয় অনুমোদন পাওয়ার পর ফেরত প্রদান করা হবে। কৃতকার্য দরপত্র দাতার বায়নার টাকা তার ইচ্ছানুসারে মহালের জামানত হিসাবে সমন্বয় করা যেতে পারে।

(৩) দরপত্র দাতাগণ দরপত্রে অংশগ্রহণের পূর্বে তফসিলে বর্ণিত বাঁশ মহাল পরিদর্শন করে মহালে প্রাপ্তব্য বাঁশের সংখ্যা ও গুণগতমান যাচাই করতে পারবেন। বাঁশ মহাল পূর্ব না দেখার অজুহাতে দরপত্র গ্রহণের পর বাঁশের সংখ্যা ও গুণগতমান সম্বন্ধে দরপত্র দাতার কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হবে না।

(৪) দরপত্র অবশ্যই বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, লামা কর্তৃক নির্ধারিত ছকে দাখিল করতে হবে। দরপত্র ছক (সিডিউল) রেঞ্জ কর্মকর্তা, লামা রেঞ্জের কার্যালয় হতে নগদ ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা (অফেরতযোগ্য) প্রদানপূর্বক আগামী ১৬-০৮-২০১৬ পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে (ছুটির দিন ব্যতীত) ক্রয় করা যাবে।

(৫) দরপত্রের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র (হালনাগাদ) দাখিল করতে হবে। নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র ব্যতীত কোন দরপত্র গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না :

(ক) বাঁশ ব্যবসার ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত ছায়ালিপি।

(খ) আয়কর ও ভ্যাট পরিশোধের হালনাগাদ সনদপত্র।

(গ) আর্থিক সচ্ছলতার সার্টিফিকেট (যে কোন তফসিল ব্যাংকে ৫০ লক্ষ টাকা স্থিতি থাকতে হবে)।

(ঘ) পাসপোর্ট সাইজের ছবি (১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত)।

(ঙ) দরপত্র সিডিউল ক্রয়ের মূল রসিদ।

(চ) স্থায়ী ঠিকানা সম্পর্কিত স্থানীয় পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সত্যায়িত সনদপত্র।

(৬) দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত মহালের প্রাক্কলিত সংখ্যক বাঁশ বিক্রয় করা হবে। কোন অবস্থাতেই প্রাক্কলিত সংখ্যার অতিরিক্ত বাঁশ কাটা বা আহরণ করা যাবে না। পক্ষান্তরে দরপত্র দাতা মহাল হতে বর্ণিত বাঁশ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হলে অনাহরিত বাঁশের উপর দরপত্র দাতার কোন দাবী থাকবে না এবং ঐ কারণে কোনরূপ মূল্য রেয়াত বা ফেরত দাবী করতে পারবেন না।

(৭) যার দরপত্র গ্রহণ করা হবে তাকে দরপত্র গ্রহণের সংবাদ জানানোর ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে গৃহীত মূল্যের শতকরা ৫০% হারে জামানত তফসিলভুক্ত ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার মূলে জমা দিতে হবে। কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী পাসপোর্ট সাইজের ০৩ (তিন) কপি সত্যায়িত ছবিসহ নিম্নস্বাক্ষরকারীর দপ্তরে জমা দিয়ে নির্ধারিত ফরমে চুক্তিনামা সম্পাদন করতে হবে। তবে ক্ষেত্রবিশেষ বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ইচ্ছা করলে জামানতের টাকা বিক্রয় মূল্যের শতকরা ৭৫% (পঁচাত্তর) ভাগ পর্যন্ত বর্ধিত করতে পারবেন। মুদ্রিত চুক্তিনামাপত্রের নমুনা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, লামা বন বিভাগের কার্যালয় হতে দেখতে পারা যাবে। জামানতের টাকা জমা দিয়ে চুক্তিনামা সম্পাদনের পর সফল দরপত্র দাতার বায়নার টাকা তার লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে অবমুক্ত করা হবে।

(৮) ৭নং দফায় বর্ণিত নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে জামানতের টাকা জমা দিতে ও চুক্তিনামাপত্র সম্পাদন করতে ব্যর্থ হলে কৃতকার্য দরপত্র দাতার বায়নার টাকা আপনা-আপনি সরকারের বরাবরে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং কালো তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে। পরবর্তীতে মহালটি বিক্রয়জনিত কারণে যে পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হবে তা সরকারি পাওনা হিসেবে আদায়ের জন্য কৃতকার্য ১ম দরপত্র দাতার বিরুদ্ধে সকল প্রকার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এতদ্ব্যতীত উক্ত দরপত্র দাতার জন্য বাঁশ মহালের জামানত কিংবা অন্য কোন প্রকার অর্থ বন বিভাগের নিকট পাওনা থাকলে তা হতে সরকারের পাওনা অর্থ কর্তন করে আদায় করা হবে।

(৯) জামানতের টাকা জমা দিয়ে চুক্তিপত্র সম্পাদনের পর ১৩নং শর্তানুযায়ী কিস্তির টাকা পরিশোধ করতঃ কার্যাদেশ গ্রহণে ব্যর্থ হলে দরপত্র দাতার জামানত সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং তার দরপত্র বাতিল করা হবে।

(১০) দরপত্রদাতা চুক্তিপত্রের বা বিক্রয় নোটিশের কোন শর্ত লঙ্ঘন করলে তার জামানতের টাকা সরকারের বরাবরে বাজেয়াপ্ত করতঃ তার দরপত্র বাতিল করে মহালটি পুনরায় বিক্রয় করা হবে। এতদ্ব্যাপারে সরকারের কোন ক্ষতি হলে তা প্রথম দরপত্র দাতার নিকট হতে বকেয়া রাজস্ব (Arrear of Revenue) হিসাবে আদায়যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

(১১) দরপত্র দাতাকে যথেষ্ট স্থাবর সম্পত্তির মালিক অথবা সচ্ছল ব্যবসায়ী হতে হবে। আর্থিক সচ্ছলতার সপক্ষে নিম্নস্বাক্ষরকারীর তলবমতে দরপত্রদাতা যথোপযুক্ত প্রমাণ পত্র উপস্থাপন করতে বাধ্য থাকবেন।

(১২) যাদের নিকট বন বিভাগের পূর্ববর্তী কোন বকেয়া রাজস্ব পাওনা আছে অথবা যাদের বিরুদ্ধে বকেয়া পাওনা বাবদ সার্টিফিকেট মামলা মূলতবী আছে অথবা যারা বন আইনের অপরাধে অপরাধী বলে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন তাদের দরপত্র গ্রহণ করা হবে না।

(১৩) মহালের বিক্রয় মূল্য নিম্নবর্ণিত হারে ও সময়ে পরিশোধ করতে হবে এবং প্রত্যেক দফায় বর্ণিত হারে বাঁশ আহরণ করতে পারা যাবে।

কিস্তির হার	কিস্তি পরিশোধের তারিখ	আহরণযোগ্য বাঁশের সংখ্যা	মহালের মেয়াদ
১ম কিস্তি ৫০%	বিক্রয় অনুমোদনের তারিখ হতে ০৭(সাত) দিনের মধ্যে।	মোট সংখ্যার ৪০%	৩১-১২-২০১৬।
২য় কিস্তি ৩০%	১৫-০১-২০১৭ তারিখের মধ্যে	মোট সংখ্যার ৩০%	১৫-০৩-২০১৭।
৩য় কিস্তি ২০%	০২-০৪-২০১৭ তারিখের মধ্যে	মোট সংখ্যার ৩০%	৩১-০৫-২০১৭।

অনিবার্য কারণে উপরোক্ত কিস্তির টাকা পরিশোধের তারিখ পুনঃনির্ধারণের প্রয়োজন দেখা দিলে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা উহা পুনঃনির্ধারণ করতে পারবেন।

(১৪) কিস্তির টাকা পরিশোধের সময় সরকারি বিধিবিধান অনুযায়ী আনুপাতিক হারে উৎসে আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর মহাল ক্রেতাকে পরিশোধ করতে হবে।

(১৫) ১৪নং শর্তে বর্ণিত উৎসে আয়কর ও ভ্যাট ব্যতীত সরকারি অন্য কোন প্রকার কর প্রদান প্রযোজ্য হলে মহালদার উহা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।

(১৬) মহাল ক্রেতার জমাকৃত জামানতের টাকা কোন অবস্থাতেই কোন কিস্তির সাথে সমন্বয় করা যাবে না।

(১৭) ১৩নং শর্তে বর্ণিত হারে ও সময়ে প্রথম কিস্তির টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত মহালের বাঁশ কাটার অনুমতি প্রদান করা হবে না। অন্যান্য কিস্তির টাকা নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ না করলে মহালের কাজ বন্ধ করে দেয়া অর্থাৎ বাঁশ কাটা অব্যাহত রাখা বা কর্তিত বাঁশ বাহির করা বা বন্ধের ক্ষমতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার এখতিয়ারাধীন থাকবে এবং এরূপ কাজ বন্ধ করার জন্য ক্রেতা মহালের বাকি টাকা পরিশোধ করা হতে রেহাই পাবেন না। এ জন্য ক্রেতার কোন ক্ষতি হলে তজ্জন্য সরকার দায়ী থাকবে না।

(১৮) সময়মত ক্রেতা কিস্তির টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে তজ্জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তা জরিমানা ধার্য করতে পারবেন এবং ধার্যকৃত হারে জরিমানা দিতে দরপত্র দাতা বাধ্য থাকবেন।

(১৯) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিক্রয় মূল্য অনুমোদনযোগ্য মহালের ক্ষেত্রে দরপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রহণের সংবাদ কৃতকার্য দরপত্র দাতাকে জানানোর তারিখ হতে মহলের মেয়াদ কার্যকর হবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিক্রয় অনুমোদন বিলম্ব ঘটলে তজ্জন্য মহালদার কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ বা মহালের কাজ করার জন্য বর্ধিত সময় দাবী করতে পারবেন না।

(২০) ০১ জুন ২০১৭ হতে ৩১ আগস্ট ২০১৭ পর্যন্ত বাঁশের প্রজন্ম বৃদ্ধিজনিত প্রযুক্তিগত কারণে বাঁশ কাটার বন্ধ মৌসুম (Closed season) হিসাবে নির্ধারিত। এ বন্ধ মৌসুমে মহালের অভ্যন্তরে সকল প্রকার কর্মতৎপরতা বন্ধ থাকবে।

(২১) বন্ধকালীন সময় শুরু হওয়ার পূর্বেই ক্রেতাকে মহালের অভ্যন্তরসহ সকল কাটা বাঁশ মহাল হতে বের করে আনতে হবে। ০১ জুন ২০১৭ তারিখে বাঁশ মহালের অভ্যন্তরে কাটা বাঁশ থাকলে তা সরকারের সম্পত্তি বলে গণ্য হবে এবং বন্ধকালীন সময়ে বাঁশ কর্তন বা মহালের যে কোন কার্যক্রমের ফলে প্রজন্মে ব্যাঘাত সৃষ্টির কারণে এবং কাটা বা ডগা বাঁশ নষ্ট হওয়ার জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক ধার্যকৃত জরিমানা মহালক্রেতা দিতে বাধ্য থাকবেন।

(২২) চুক্তিপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর মহালের অভ্যন্তরে যে বাঁশ অবশিষ্ট থাকবে তা সরকারের সম্পত্তি বলে গণ্য হবে এবং সরকার ইচ্ছামত এ বাঁশ বিক্রয় করতে পারবেন এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারের রাজস্ব হিসাবে সরকারি কোষাগারে জমা হবে।

(২৩) বিক্রিত মহালের কচি বা ডগা বাঁশ কাটা নিষিদ্ধ। অধিকন্তু প্রতি ঝাড়ে (Clump) ডগা বাঁশের সাথে ০৪(চার) টি পাকা বাঁশ অবশ্যই রাখতে হবে। প্রতি ঝাড়ে ০৪ (চার) টি পাকা বাঁশ না থাকলে প্রতিটি কাটা বাঁশের জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তার ধার্যকৃত হারে ক্রেতা জরিমানা দিতে বাধ্য থাকবেন।

(২৪) পাকা বাঁশ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কেটে নিতে হবে। পাকা বাঁশ কাটার সময় যাতে ডগা বাঁশ নষ্ট না হয় তৎপ্রতি মহালদার (ক্রেতা) কে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। আহরণের সময় প্রতিটি বিনষ্ট বাঁশের জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক ধার্যকৃত হারে জরিমানা দিতে বাধ্য থাকবেন।

(২৫) কোনক্রমেই মাটি হতে ১′-৪″ উপরে বাঁশ কাটলে এবং এরূপ প্রমাণিত হলে প্রতি বাঁশের জন্য ক্রেতাকে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত হারে জরিমানা দিতে বাধ্য থাকবেন।

(২৬) ক্রেতা মহাল এলাকার বাহিরে বাঁশ বা অন্য কোন বনজদ্রব্য কাটলে বা বাগানের ভিতর গাছ কাটলে ক্রেতার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্তসহ মহালে কার্যাদেশ বাতিল করা হবে। তার মহালের পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চলের কোন বনজদ্রব্য চুরি হলে তজ্জন্য মহালদার দায়ী থাকবেন এবং তার জন্য সরকারের যে ক্ষতি হবে ক্রেতা তা পূরণ করে দিতে বাধ্য থাকবেন। অন্যথায় ৭নং দফায় বর্ণিত ক্রেতার জামানত সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। মহাল এলাকার সীমানা হতে চতুর্দিকে ০১ (এক) কিলোমিটার পর্যন্ত এ শর্ত প্রযোজ্য হবে। তবে চুরির সংবাদ তাৎক্ষণিক লিখিতভাবে নিকটবর্তী ফরেস্ট অফিসে জানালে এবং অপরাধীকে ধরতে সাহায্য করলে উক্ত দায় হতে ক্রেতাকে মুক্তি দেয়া যেতে পরে।

(২৭) বনাঞ্চল হতে বের করে ডিপোতে নেয়ার সময় বাঁশের প্রত্যেক চালান সংশ্লিষ্ট বিট অফিসার দ্বারা অবশ্যই চেক করাতে হবে। বিট অফিসার বাঁশের চালান চেক করার পর দেয়া ডি-ফরমের অপর পৃষ্ঠায় চেক করা বাঁশের জাত ও সংখ্যা লিখে তারিখসহ সীল ও স্বাক্ষর করবেন। ডিপো হতে অন্যত্র চালান দেয়ার সময় যথারীতি ট্রানজিট পাস নিতে হবে। উক্ত ট্রানজিট পাস প্রত্যেক চেক স্টেশন হতে চেক করাতে হবে।

(২৮) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সরকারি প্রয়োজনে ১০% (দশ) বাঁশ সরকারি সিডিউল রেটে এবং ১০% (দশ) এর উর্ধ্বে যে কোন পরিমাণ বাঁশ সরকারি প্রয়োজনে স্থানীয় রেঞ্জ কর্মকর্তা কর্তৃক যাচাইকৃত স্থানীয় বাজার দরে হুকুম দখল করতে পারবেন।

(২৯) ক্রেতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার পূর্বানুমতি ব্যতীত মহালের ভিতর কোন প্রকার রাস্তা বা পথ তৈরী করতে পারবেন না।

(৩০) মহালের বিক্রয় মেয়াদের মধ্যে মহালে কোন প্রকার অগ্নিসংযোগ হলে মহালদার তজ্জন্য দায়ী থাকবেন। ইহাতে সরকারের কোন ক্ষতি হইলে ক্রেতা উহার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।

(৩১) চুক্তিনামা সম্পাদনের তারিখ হতে ক্রেতা নিজ ক্রয়কৃত মহালের সংরক্ষণের দায়িত্বে থাকবেন। কোন দৈব-দুর্বিপাকে বা অভ্যন্তরীণ বা সীমান্ত গোলযোগের কারণে মহালের বা মহালদারের কোন ক্ষতি হলে সরকার তজ্জন্য দায়ী হবে না। এ সমস্ত কারণে ক্রেতা কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না, করলেও উহা আইনতঃ গ্রহণযোগ্য হবে না।

(৩২) মহালের বকেয়া কিস্তির টাকা পাওনা থাকলে অথবা চুক্তি বাতিল বা পুনঃবিক্রিজনিত কারণে সরকারের কোন আর্থিক ক্ষতি হলে এসব পাওনা বা ক্ষতি বকেয়া রাজস্ব (Arrear of Revenue) হিসাবে সার্টিফিকেট মামলা জারির মাধ্যমে আদায় করা হবে।

(৩৩) অত্র দরপত্র বিজ্ঞপ্তির তফসিলে বর্ণিত মহাল বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে/কারণে কর্তৃপক্ষ বিক্রয় নাও করতে পারেন। এতে কারও কোন ওজর আপত্তি চলবে না।

(৩৪) যে কোন দরপত্র গ্রহণ করা বা না করা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর এখতিয়ারভুক্ত। কোন দরপত্র গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে তিনি কোন প্রকার কারণ দর্শাইতে বাধ্য নহেন।

(৩৫) ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকার উপরের ডাক গ্রহণ করা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে থাকবে।

(৩৬) দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে মুদ্রণজনিত বা কোন প্রকার ভুলত্রুটি যে কোন সময় দৃষ্টিগোচর হলে তা সংশোধন করার ক্ষমতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার থাকবে। এতে কারও কোন প্রকার ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

(৩৭) এ দরপত্র বিজ্ঞপ্তির সকল শর্ত চুক্তিনামা পত্রের শর্ত হিসেবে গণ্য হবে। বর্ণিত কোন শর্তের ব্যাখ্যা বা সংশ্লিষ্ট মহাল বিক্রয় ও বিক্রয়-উত্তর পরিস্থিতিতে উত্থাপিত কোন প্রশ্নে বন সংরক্ষক, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রামের রায়/সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং উক্ত রায়/সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হবে।

(৩৮) চুক্তিনামা পত্রের অথবা দরপত্রের শর্তাবলীতে কোন শর্ত বা নিয়ম ভঙ্গ করলে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ মহাল ক্রেতা দিতে বাধ্য থাকবেন।

(৩৯) ১২′-০″ ফুটের নিচে কোন বাঁশের টুকরা মহাল এলাকার বাইরে আনা যাবে না।

(৪০) দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রিত মহালের মেয়াদ আগামী ৩১ মে, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত বহাল থাকবে।

রফিকুল ইসলাম চৌধুরী
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
লামা বন বিভাগ।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
(পত্র বিনিময় শাখা)

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ৩১ মার্চ ২০১৬

নং ১২৫-জি—বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের সহকারী রেজিস্ট্রার জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম মিয়া-কে জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর ৪৩০০০-৪৪৯৪০-৪৬৯৭০-৪৯০৯০- ৫১৩০০- ৫৩৬১০-৫৬০৩০-৫৮৫৬০-৬১২০০-৬৩৯৬০-৬৬৮৪০-৬৯৮৫০ (জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ এর ২২২৫০-৯০০×১০-৩১২৫০) টাকার স্কেলে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে নিম্ন বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের ডেপুটি রেজিস্ট্রার পদে পদোন্নতিমূলে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

শর্তাবলী

উক্ত পদোন্নতিমূলে নিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের (কর্মচারী) নিয়োগ বিধি, ১৯৮৭-এর ৬(১)(খ), ৬(২)(খ), ৬(৩)(খ)(২) বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে।

এ পদোন্নতির আদেশ পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে যোগদানের তারিখ হতে কার্যকর হবে।

আদেশক্রমে
সৈয়দ আমিনুল ইসলাম
রেজিস্ট্রার জেনারেল।

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ : ২৭ মার্চ ২০১৬

নং ১১৬-জি—অত্র কোর্টের ০৭-০১-২০১৬খ্রিঃ তারিখের ১১-জি নং বিজ্ঞপ্তির ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের অবসরোত্তর ছুটি ভোগরত প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব সৈয়দ মন্নান-কে অবসরোত্তর ছুটির (পি,আর,এল) অতিরিক্ত পাওনা ০৭ মাস পূর্ণ গড় বেতন এবং ২ বছর ০৩ মাস ১০ দিন অর্ধগড় বেতনের ছুটিকে গড় বেতনে রূপান্তরিত করে (০৭ মাস+১ বৎসর ০১ মাস ২০ দিন)=১ বছর ০৮ মাস ২০ দিন পূর্ণ গড় বেতনে ছুটির পরিবর্তে মাসিক মূল বেতন ১৫,০০০ টাকার সাথে ২০% মহার্ঘ ভাতা বাবদ ৩,০০০ টাকা যোগ করে মোট (১৫,০০০+৩,০০০)=১৮,০০০ টাকা হারে সর্বোচ্চ ১২ (বার) মাসের ছুটির সমপরিমাণ অর্থ বাবদ (১৮,০০০×১২)=২,১৬,০০০ (দুই লক্ষ ষোল হাজার) টাকা এককালীন নগদায়ন প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষ মঞ্জুরী জ্ঞাপন করেছেন।

তারিখ : ৩০ মার্চ ২০১৬

নং ১২৩-জি—বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম-এর জন্ম তারিখ ০১-০৭-১৯৫৭খ্রিঃ মোতাবেক আগামী ৩০-০৬-২০১৬খ্রিঃ তারিখে তাঁর বয়স ৫৯ (উনষাট) বছর পূর্ণ হবে বিধায় গণকর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪-এর ধারা ৪ অনুযায়ী তাঁকে ০১-০৭-২০১৬খ্রিঃ তারিখ হতে অবসরোত্তর ছুটিতে (পি,আর,এল) গমনের অনুমতি প্রদান করা হলো।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

তারিখ : ০৪ এপ্রিল ২০১৬

নং ১২৯-জি—বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের বেঞ্চ অফিসার সুলতানা রাজিয়া এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা নং ০৪/২০১৪(নথি নং $\frac{১-ই}{৪}$ কল-১৮/২০১৪)-এ অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৩ এর ৪(১)(ই) বিধি অনুসারে তাঁকে ০১-০৪-২০১৬খ্রিঃ তারিখ অত্র কোর্টের চাকুরী হতে বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory retirement) প্রদান করা হলো।

তিনি বিধি মোতাবেক পেনশন ও আনুষঙ্গিক ভাতাদি প্রাপ্য হবেন। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হলো।

নং ১৩০-জি—বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের বেঞ্চ অফিসার সুলতানা রাজিয়া এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা নং ০৫/২০১৪(নথি নং $\frac{১ই}{৪}$ কল-১৯/২০১৪)-এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৩ এর ৪(১)(ই) বিধি অনুসারে তাঁকে ০১-০৪-২০১৬খ্রিঃ তারিখ অত্র কোর্টের চাকুরী হতে বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory retirement) প্রদান করা হলো।

তিনি বিধি মোতাবেক পেনশন ও আনুষঙ্গিক ভাতাদি প্রাপ্য হবেন। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হলো।

আদেশক্রমে

আবু সৈয়দ দিলজার হোসেন
রেজিস্ট্রার ।

বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়
ঢাকা বিভাগ, ঢাকা

আদেশ

তারিখ : ২১ মার্চ ২০১৬

নং ১০৫৮—এ কার্যালয়ের ২৪-০৩-২০১৪খ্রিঃ তারিখের ১০০১নং আদেশ আংশিক সংশোধন করতঃ জনাব মোঃ সাদেকুর রহমান সরকার, উপ-সহকারী নিবন্ধক, জেলা সমবায় কার্যালয়, মানিকগঞ্জ এর বদলীজনিত কারণে মানিকগঞ্জ জেলার গ্রামীণ শক্তি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর অবসায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য জনাব মোঃ ফজলুর রহমান, উপ-সহকারী নিবন্ধক, জেলা সমবায় কার্যালয়, মানিকগঞ্জকে সমবায় সমিতি আইন/০১ (সংশোধিত, ০২ ও ১৩) এর ৫৪ ধারায় অবসায়ক বিয়োগ করা হলো। তাঁকে এ আদেশ জারির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে সমিতির অবসায়ন কার্যক্রম সমাপ্ত করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য বলা হ'ল।

মোঃ রুহুল আমিন
যুগ্ম-নিবন্ধক।

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়
রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
(রাজস্ব শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩০ মার্চ ২০১৬

নং ০৫.৪৩.০০০০.০১১.০১.০০১.১৫-৩০৬(২৪)—বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদ্বয়কে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তাঁদের নামের পাশে বর্ণিত উপজেলায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে বদলি করা হলো :

ক্র. নং	কর্মকর্তার নাম, পরিচিতি নম্বর, পদবি ও নিজ জেলা	বর্তমান কর্মস্থল	বদলিকৃত কর্মস্থল
(১)	জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম (১৬৩৯৬), সহকারী কমিশনার (ভূমি), নিজ জেলা-রাজশাহী।	উপজেলা ভূমি অফিস, সদর, নওগাঁ	উপজেলা ভূমি অফিস, সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
(২)	জনাব উজ্জল কুমার ঘোষ (১৬৪৩২), সহকারী কমিশনার (ভূমি), নিজ জেলা-নওগাঁ	উপজেলা ভূমি অফিস, সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	উপজেলা ভূমি অফিস, নিয়ামতপুর, নওগাঁ

২। এ কার্যালয়ের গত ০৯-০৩-২০১৬খ্রিঃ তারিখের ০৫.৪৩.০০০০.০১১.০১.০০১.১৫-২৩৩(২০) নং প্রজ্ঞাপনের ১নং ক্রমিকে বর্ণিত জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম (১৬৩৯৬), সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, সদর, নওগাঁকে একই জেলার নিয়ামতপুর উপজেলায় বদলীর অংশটুকু এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

৩। উক্ত কর্মকর্তাদ্বয়কে নিজ এখতিয়ারাধীন এলাকায় সার্টিফিকেট মামলা পরিচালনার জন্য সরকারি দাবি আদায় আইন, ১৯১৩ এর ৩(৩) ধারা মোতাবেক সার্টিফিকেট অফিসারের ক্ষমতা প্রদান করা হল।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

হেলালুদ্দীন আহমদ
বিভাগীয় কমিশনার।

(মাঠ প্রশাসন শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩০ মার্চ ২০১৬

নং ০৫.৪৩.০০০০.০১২.৩৪.০০১.১৬-৪৩৩—রাজশাহী বিভাগে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তার নামের পাশে বর্ণিত কর্মস্থলে সমপদে বদলি করা হলো:

ক্র. নং	কর্মকর্তার নাম, পরিচিতি নম্বর, পদবি ও নিজ জেলা	বর্তমান কর্মস্থল	বদলিকৃত কর্মস্থল
(১)	জনাব মোঃ মুশফিকুর রহমান (১৭২৫৬), সহকারী কমিশনার, নিজ জেলা-মুন্সিগঞ্জ	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

হেলালুদ্দীন আহমদ
বিভাগীয় কমিশনার।

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়
রংপুর বিভাগ, রংপুর
(সংস্থাপন শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৬ এপ্রিল ২০১৬

নং ০৫.৪৭.০০০০.০০৬.০৮.০০১.১৬-২০৩—রংপুর বিভাগে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁর নামের পার্শ্বে বর্ণিত উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে পদায়ন/বদলি করা হলো ঃ

জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন তালুকদার (১৬২৯২), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা—উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, রৌমারী, কুড়িগ্রাম।

২। বদলিকৃত কর্মকর্তাকে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদানের উদ্দেশ্যে বর্তমান কর্মস্থল হতে আগামী ১৭-০৪-২০১৬ তারিখের মধ্যে অবমুক্ত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো। অন্যথায় বর্ণিত কর্মকর্তা আগামী ১৭-০৪-২০১৬ তারিখ অপরাহ্নে বর্তমান কর্মস্থল হতে তাৎক্ষণিকভাবে অবমুক্ত বলে গণ্য হবেন।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

কাজী হাসান আহমেদ
বিভাগীয় কমিশনার।

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ মার্চ ২০১৬

নং বিআরটিএ/৬৯এ/৮৮-১০৯৬—এ অথরিটির গত ১৪-১০-২০১৫খ্রিঃ তারিখের বিআরটিএ/৬৯এ/৮৮-৩১০৮নং প্রজ্ঞাপনমূলে বিআরটিএ সদর কার্যালয়, ঢাকার সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিঃ) জনাব শেখ মোঃ রোকন উদ্দিনকে একজন মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা হিসেবে ৬০ বছর চাকরি পূর্তিতে গত ১৩-১০-২০১৫খ্রিঃ তারিখ হতে অবসর গ্রহণের আদেশ প্রদান করা হয়।

২। এক্ষণে, প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক প্রদত্ত ছুটির বিবরণী অনুযায়ী তাকে ১৪-১০-২০১৫খ্রিঃ তারিখ হতে ১৩-১০-২০১৬খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১ (এক) বৎসর অবসর উত্তর ছুটি (PRL) ভূতাপেক্ষভাবে মঞ্জুর করা হলো।

৩। অবসর উত্তর ছুটি বাদে ১৮ (আঠার) মাসের বেশি ছুটি পাওনা থাকায় তার সর্বশেষ গৃহীত মাসিক মূল বেতন ২৮,১০০ টাকা হিসেবে ১৮ (আঠার) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ (২৮,১০০×১৮)=৫,০৫,৮০০ (পাঁচ লক্ষ পাঁচ হাজার আটশত) টাকা লাম্প গ্রান্ট মঞ্জুরী প্রদান করা হলো।

মোঃ নজরুল ইসলাম
চেয়ারম্যান।

রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, ময়মনসিংহ

আদেশ

তারিখ : ০৫ এপ্রিল ২০১৬

নং ০৬—পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স বিজ্ঞপ্তি নং-জিএ/০১-২০১৬ (আরআই)(ইন্স)/৮৫৩, তারিখ: ২০-০৩-২০১৬খ্রিঃ মুলে ডিএমপি, ঢাকা হতে বদলী সূত্রে ০৫-০৪-২০১৬খ্রিঃ তারিখ পূর্বাহ্নে অত্র অফিসে যোগদানকৃত সশস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব মোঃ খোরশেদ আলম খান (বিপি নং-৫৭৭৬০৮০৮২৬)-কে জনস্বার্থে আরআই হিসেবে শেরপুর জেলায় বদলী করা হ'ল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হবে।

চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন, পিপিএম
ডিআইজি।

রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, চট্টগ্রাম

আদেশ

তারিখ: ১৬ চৈত্র ১৪২২/৩০ মার্চ ২০১৬

নং প্রশা/০৪-২০১৬/৪০৮—পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স স্মারক নং-জিএ/১-২০১৫(ইন্স)/৮৫৩/১(৮০), তারিখ: ২০-০৩-২০১৬ খ্রিঃ মোতাবেক আরআরএফ, চট্টগ্রাম হইতে সশস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব মোঃ ছারওয়ার উদ্দীন (বিপি নং-৫৯৭৭০৫৩৬১১) আরআই হিসাবে পদায়নের নিমিত্ত বদলিসূত্রে ২৯-০৩-২০১৬খ্রিঃ তারিখে অত্র দপ্তরে যোগদান করায় তাহাকে জনস্বার্থে চাঁদপুর জেলার সশস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক (আরআই) এর শূন্য পদে বদলি/পদায়ন করা হইল।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হইবে।

মোহাঃ শফিকুল ইসলাম, বিপিএম
ডিআইজি।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)
ফরম ঘ
এল, এ, শাখা
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)
হুকুম দখল নথি নং ৬৬/৮৩-৮৪

যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি হুকুম দখলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও দখল গ্রহণ (সংশোধন) আইন ১৯৮৭ এর ১০ ধারা অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ধারণা করা হইতেছে যে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে।

সেইহেতু, এক্ষণে উক্ত অধ্যাদেশের ১১(২) ধারা অনুসারে আমি সানন্দে ঘোষণা করিতেছি যে, উল্লিখিত সম্পত্তি স্থায়ী হুকুম দখল করা হইল এবং সকল প্রকার দায়িত্ব মুক্ত অবস্থায় সরকারের অধীনে সম্পূর্ণ ন্যস্ত হইল।

তফসিল

মৌজা-নিজামাবাদ, জে,এল, নং ৯১, থানা- গৌরীপুর, জেলা-ময়মনসিংহ।

খতিয়ান নং	আংশিক দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
২৬৫	২০	০.৭৯
২৬৫	২১	০.৩০
		১.০৯ একর

মোট জমির পরিমাণ ১.৯০ একর কম/বেশী।

এসকে. মোজাহার উদ্দিন
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১৬ চৈত্র ১৪২২ বঙ্গাব্দ/৩০ মার্চ ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৫.৪৭.৭৭৩৪.০০০.৩২.০১০.১৬-২২৭/সি—এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার ৩নং দেবীগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের ৭, ৮, ৯ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের নির্বাচিত সদস্য মোছাঃ মঞ্জুয়ারা বেগম, স্বামী-মোঃ আইয়ুব আলী, গ্রাম-মালচন্ডি পন্ডিতপাড়া, ডাকঘর+ উপজেলা-দেবীগঞ্জ, জেলা-পঞ্চগড় গত ২৪-৩-২০১৬খ্রিঃ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন)। তার মৃত্যুজনিত কারণে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯) এর ৩৫ ধারা এর উপধারা-২ মোতাবেক আমার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে আমি মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় দেবীগঞ্জ উপজেলাধীন ৩নং দেবীগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের ৭, ৮, ৯ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের সদস্য পদটি ২৪-৩-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ হতে শূন্য ঘোষণা করলাম।

মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)
এল এ কেস নং-০১/২০১৩-২০১৪
ফরম-চ
(৬নং বিধি দ্রষ্টব্য)
বিজ্ঞপ্তি
[১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশের ১২(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২ নং অধ্যাদেশ) এর অধীনে নিম্নোক্ত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষেতে ০১/২০১৩-২০১৪ নং মামলার কার্যধারা ১৬-০৭-২০১৩ খ্রি. তারিখে শুরু করা হয়েছিল, অথচ ইহার জন্য এখন পর্যন্ত কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় নাই।

সেহেতু, এক্ষণে উপরোক্ত অধ্যাদেশের ১২ ধারার (২) উপধারা মোতাবেক বর্ণিত ক্ষমতাবলে আমি সরকারের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করিয়া উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত সমুদয় কার্যধারা প্রত্যাহার/রদ করিলাম।

তফসিল

(১) মৌজা সয়দাবাদ, জে এল নং-২১১, উপজেলা-সিরাজগঞ্জ সদর, জেলা-সিরাজগঞ্জ।

দাগ নং (আর এস)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
২০৬৩ আং	০.০৭
২০৭২ ,,	০.০৮
২০৭৩ পূর্ণ	০.১৭
২০৭৪ ,,	০.২৯
২০৭৫ ,,	০.১০
২০৭৬ আং	০.০৬
২০৭৭ ,,	০.০৮
২০৭৮ ,,	০.০৪
২০৭৯ পূর্ণ	০.১৭
২০৮০ ,,	০.১৫
২০৮১ আং	০.০৩
২০৮২ ,,	০.০৪
২০৮৩ ,,	০.০৬
২০৮৪ ,,	০.০৪
২০৮৫ ,,	০.৪৫
২০৮৬ পূর্ণ	০.২০
২০৮৭ আং	০.১৪
২০৮৯ ,,	০.১০
২০৯০ পূর্ণ	০.২২
২০৯১ ,,	০.১৫
২০৯২ ,,	০.১৮
২০ ৯৩ আং	০.১০
২০ ৯৪ ,,	০.১৯
২০৯৫ পূর্ণ	০.১০
২০৯৬ আং	০.৬৫
২০৯৭ পূর্ণ	০.১৮
২০ ৯৮ আং	০.২৩
২০৯৯ ,,	০.০৪
২১০৩ ,,	০.০৮
২২৬৯ ,,	০.১০

দাগ নং (আর এস)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
২২৭০ পূর্ণ	০.০৮
২৩৭১ আং	০.০৬
২৩১৫ আং	০.০১
২৩১৬ ,,	০.০৮
২৩১৮ ,,	০.০২
২৩১৯ ,,	০.১৬
২৩২০ পূর্ণ	০.৩৯
২৩২১ ,,	০.১৬
২৩ ২২ ,,	০.১৬
২৩ ২৩ আং	০.১৩
২৩২৪ ,,	০.০৬
২৩২৬ ,,	০.৩৩
২৩২৭ পূর্ণ	০.০৬
২৩২৮ ,,	০.০৫
২৩২৯ ,,	০.০৮
২৩৩০ ,,	০.১৪
২৩৩১ ,,	০.১১
২৩৩২ আং	০.২০
২৩৩৩ ,,	০.৬৩
২৩৩৪ পূর্ণ	০.১০
২৩৩৫ ,,	০.০৫
২৩৩৬ ,,	০.০৫
২৩৩৭ ,,	০.৩৭
২৩৩৮ আং	০.৫৩
২৩৩৯ ,,	০.১৩
২৩৪০ ,,	০.১৯
২৩৫১ ,,	০.০৩
২৩৫২ ,,	০.২৬
২৩৫৩ পূর্ণ	০.৬১
২৩৫৪ ,,	০.২৯
২৩৫৫ আং	০.২৭
২৩৫৬ পূর্ণ	০.১২
২৩৫৭ ,,	০.৪০
২৩৫৮ আং	০.৩৩
২৩৬২ ,,	০.০৪
২৩৮১ ,,	০.০৪
২৩৮২ ,,	০.০৮
২৩৮৩ পূর্ণ	০.২১
২৩৮৪ ,,	০.১৭
২৩৮৫ ,,	০.০৬
২৩৮৬ আং	০.০৬
২৩৮৭ ,,	০.০১
২৩৯৫ ,,	০.১৫
২৩৯৬ ,,	০.০৫
২৩৯৭ পূর্ণ	০.০৯
২৩৯৮ ,,	০.০৯
২৩৯৯ ,,	০.১০
২৪০০ পূর্ণ	০.৩৬
২৪০১ ,,	০.২০

দাগ নং (আর এস)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
২৪০২ পূর্ণ	০.২৮
২৪০৩ আং	০.২৬
২৪০৪ পূর্ণ	০.৩৯
২৪০৫ আং	০.২১
২৪০৬ ,,	০.০৫
২৪০৭ ,,	০.০৫
২৪৩৪ ,,	০.২৮
২৪৩৫ পূর্ণ	০.১৪
২৪৩৬ ,,	০.০৮
২৪৩৭ ,,	০.১২
২৪৩৮ আং	০.৩২
২৪৩৯ ,,	০.০৯
২৬৩৩ পূর্ণ	০.২৪
২৬৩৪ আং	০.০৬
২৬৩৬ ,,	০.০৮
২৬৩৭ ,,	০.১২
২৬৪১ ,,	০.০১
২৬৪২ ,,	০.০২
২৬৪৩ ,,	০.০৬
২৬৪৪ ,,	০.৬২
২৬৪৫ পূর্ণ	০.৫৪
২৬৪৬ ,,	০.২১
২৬৪৭ আং	০.২৩
২৬৪৯ ,,	০.১৩
২৬৫০ ,,	০.০৬
২৬৫১ পূর্ণ	০.২৯
২৬৫২ আং	০.৮৩
২৬৫৩ ,,	০.১৫
২৬৫৫ ,,	০.০৩
২৬৫৬ পূর্ণ	০.১০
২৬৫৭ পূর্ণ	০.৮৩
২৬৫৮ আং	০.১০
২৬৬৮ ,,	০.০৩
২৭০১ ,,	০.১০
২৭০২ পূর্ণ	০.১৫
২৭০৩ আং	০.০১
২৭০৪ ,,	০.২৬
২৭০৫ পূর্ণ	০.৩১
২৭০৬ ,,	০.৪১
২৭০৭ ,,	০.৪৩
২৭০৮ ,,	০.২৬
২৭০৯ আং	০.২৫
২৭১০ পূর্ণ	০.৮১
২৭১১ ,,	০.২২
২৭১২ ,,	০.৩১
২৭১৩ ,,	০.৭৪
২৭১৪ ,,	০.২২
২৭১৫ আং	০.১৭
২৭১৭ ,,	০.০৩
২৭১৮ আং	০.০২
২৭১৯ ,,	০.৬০
২৭২০ ,,	০.১০
২৭২১ পূর্ণ	০.২৬
২৭২২ ,,	০.১৫
২৭২৩ ,,	০.২৭
২৭২৪ ,,	০.১২
২৭২৫ আং	০.০৩
২৭২৬ ”	০.০৮
২৭২৭ ”	০.০১
২৭২৮ ”	০.১০
২৮৯২ পূর্ণ	০.৩২
২৮৯৩ ”	০.১৬
২৮৯৪ ”	০.২৯
২৮৯৫ ”	০.৪৬
২৮৯৬ ”	০.১৪
২৮৯৭ ”	০.১৮
২৮৯৮ ”	০.৭১
২৮৯৯ ”	০.০৮
২৯০০ ”	০.৩৪
২৯০৩ ”	০.৩৪
২৯০৪ ”	০.১২
২৯০৫ ”	০.২১
২৯০৬ ”	০.০৯
২৯০৭ ”	০.১১
২১৪৯, ২৯১৭ আং	০.১৩
২৭০৩, ২৯২৩ ”	০.০৮
	মোট জমি ৩০.০৩ একর

(২) মৌজা-বড়শিমূল পঞ্চসোনা, জে এল নং-২১৩, উপজেলা-সিরাজগঞ্জ সদর, জেলা-সিরাজগঞ্জ।

দাগ নং (আর এস)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৪৯৪ আং	০.৩০
৪৯৫ পূর্ণ	০.১৯
৪৯৬ ”	০.০৬
৪৯৭ ”	০.৩৫
৪৯৮ ”	০.৩৯
৪৯৯ আং	০.২২
৫০২ ”	০.০৯
৫০৩ ”	০.৬০
৫০৪ পূর্ণ	০.৮২
৫০৫ ”	০.৩৬
৫০৬ ”	০.৩১
৫০৭ আং	০.৫৫
৫০৮ ”	০.১২
৫০৯ ”	০.০৮
৫১০ ”	০.১২
৫১১ ”	০.০৩
৫১২ ,,	০.০১

দাগ নং (আর এস)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৫১৩ আং	০.০৩
৫২৯ ,,	০.৩৪
৫৩০ ”	০.৪৮
৫৩১ পূর্ণ	০.২৮
৫৩২ পূর্ণ	০.৩২
৫৩৩ ”	০.২৪
৫৩৪ আং	০.০৪
৫৩৫ ”	০.২৪
৫৩৬ ”	০.৯৬
৫৩৭ ”	০.৯৪
৫৩৮ ”	০.৫৫
৫৩৯ ”	০.৪৭
৫৪০ ”	০.০৯
৫৫৬ ”	০.০৩
৬৮১ পূর্ণ	০.১৮
৬৮২ ”	০.১৫
৬৮৪ আং	০.৬২
৬৮৫ পূর্ণ	০.২২
৬৮৬ ”	০.১১
৬৮৭ ”	০.০৯
৬৮৮ ”	০.০৯
৬৮৯ ”	০.০৯
৬৯০ ”	১.১২
৬৯১ ”	০.৮৭
৬৯২ আং	০.১৪
৬৯৫ ”	০.০১
৬৯৭ ”	০.০৯
৬৯৮ ”	০.৫৫
৭১৫ ”	৫.২২
৭১৬ ”	০.১৫
৭১৭ পূর্ণ	০.৩৪
৭১৮ ”	০.৪০
৭১৯ আং	০.০৬
৭২০ ”	০.২২
৮৫০ ”	০.২৬
৮৫১ পূর্ণ	০.৭৫
৮৫২ আং	০.৬৭
৮৫৩ পূর্ণ	০.৪৯
৮৫৪ ”	০.১৫
৮৫৫ ”	০.২০
৮৫৬ ”	০.১০
৮৫৭ ”	০.২০
৮৫৮ ”	০.১৭
৮৫৯ ”	০.১০
৮৬০ ”	০.১৪
৮৬১ ”	০.১৫
৮৬২ ”	০.১৪
৮৬৩ ”	০.০৮
৮৬৪ ”	০.১৫
৮৬৫ ”	০.১৬
৮৬৬ পূর্ণ	০.১৪
৮৬৭ ”	০.১০
৮৬৮ ”	০.১৩
৮৭১ আং	০.০৭
৮৭২ ”	০.০৭
৮৭৩ ”	০.০৭
৮৭৪ ”	০.০৭
৮৭৫ ”	০.১৩
৮৭৬ ”	০.৪৪
৪৯৩ ১২২৯ ”	০.০১
	মোট জমি ২৫.৪৭ একর

(৩) মৌজা-খাসবড়শিমূল, জে এল নং-২১৪, উপজেলা-সিরাজগঞ্জ সদর, জেলা-সিরাজগঞ্জ।

দাগ নং (আর এস)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৬৩ আং	০.১৮
৭৫ পূর্ণ	০.৭৫
৭৬ ”	১.৫৮
৮২ ”	০.৮৩
৮৩ ”	০.৯৫
৮৪ আং	০.১০
৮৫ ”	০.৪৫
৮৬ ”	১.১৪
৮৭ পূর্ণ	০.৪৫
৮৮ ”	১.০৮
৮৯ ”	০.৫৫
৯০ ”	০.২৯
৯১ ”	০.৪৮
৯২ ”	০.৯৬
৯৩ ”	০.৪১
৯৪ ”	০.৪৪
৯৫ ”	০.৮৭
৯৬ ”	০.৪০
৯৭ ”	১.১৯
৯৮ ”	০.৪৩
৯৯ ”	০.৩০
১০০ ”	০.৭৯
১০১ ”	১.৮৫
১০২ ”	০.৭০
১০৩ ”	০.২৯
১০৪ ”	০.৫৫
১০৫ ”	০.১৬
১০৬ ”	০.২৭

দাগ নং (আর এস)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১০৭ পূর্ণ	১.৩৬
১০৮ ”	০.২৫
১০৯ ,,	০.৪৩
১১০ ”	০.৭৫
১১১ ”	০.৮৫
১১২ ,,	০.৮৮
১১৩ ”	০.৩৭
১১৪ ”	০.৯৩
১১৫ ”	০.৬৩
১১৬ ”	০.৭৩
১১৭ ”	০.৯২
১১৮ ”	০.১৯
১১৯ ”	০.৮৭
১২০ ”	০.৮৯
১২১ ”	০.৬৫
১২২ ”	১.৫৩
১২৩ ”	০.৯১
১২৪ ”	০.৮৫
১২৫ ”	১.১৭
১২৬ ”	০.২৯
১২৭ ”	০.১২
১২৮ ”	০.০৯
১২৯ ”	০.০৯
১৩০ ,,	০.১৬
১৩১ ,,	০.০৬
১৩২ ,,	০.৪৬
১৩৩ ,,	০.৩৯
১৩৪ ,,	০.৩১
১৩৫ ,,	০.১৫
১৩৬ ,,	০.১৮
১৩৭ ,,	০.১৩
১৩৮ ,,	০.১১
১৩৯ ,,	০.৩৫
১৪০ ,,	০.৩৭
১৪১ ,,	০.৪০
১৪২ ,,	০.২২
১৪৩ ,,	০.৩২
১৪৪ ,,	০.২৮
১৪৫ ,,	১.১৯
১৪৭ ,,	০.২০
১৪৮ ,,	০.৩৬
১৪৯ ,,	৩.৬২
১৫০ ,,	০.১৭
১৫১ আং	০.৩০
১৫২ পূর্ণ	০.১১
১৫৩ ,,	০.৫৩
১৫৪ ,,	০.৮০
১৫৫ ,,	০.৩৬

দাগ নং (আর এস)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১৫৬ পূর্ণ	০.২৩
১৫৭ ,,	০.১৯
১৫৮ ,,	০.৩৪
১৫৯ ,,	০.৪৪
১৬০ ,,	০.৩৭
১৬১ ,,	০.১৯
১৬২ ,,	০.১৮
১৬৩ ,,	০.২৬
১৬৪ ,,	০.২৩
১৬৫ ,,	০.২০
১৬৬ ,,	০.২৩
১৬৭ ,,	০.৩০
১৬৮ ,,	০.৩২
১৬৯ ,,	০.১৫
১৭০ ,,	০.১৮
১৭১ ,,	০.১৭
১৭২ ,,	০.১৮
১৭৩ ,,	০.৬০
১৭৪ ,,	০.১০
১৭৫ ,,	০.০৯
১৭৬ ,,	০.০৯
১৭৭ ,,	০.২৫
১৭৮ ,,	০.৪৩
১৭৯ ,,	০.৩৯
১৮০ ,,	০.৪৯
১৮১ ,,	০.৩০
১৮২ ,,	০.১৮
১৮৩ ,,	০.২০
১৮৪ ,,	০.১৯
১৮৫ ,,	০.১১
১৮৬ ,,	২.৬০
১৮৭ ,,	১.৬৬
১৮৮ ,,	১.১৮
১৮৯ ,,	০.৪০
১৯০ ,,	০.৫৫
৫০১ আং	৯৫.২৪
৫০২ ,,	৬২.৩১
৫০৩ পূর্ণ	২৩.৯০
৫০৪ ,,	৩০.৩০
মোট জমি=	২৭১.৩৫ একর

(৪) মৌজা-বিরহাটি, জে এল নং-২১৬, উপজেলা-সিরাজগঞ্জ সদর, জেলা-সিরাজগঞ্জ।

দাগ নং (আর এস)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১ আং	৪.৯০
১০০১ আং	৮.৫৭
মোট জমি=	১৩.৪৭ একর

(৫) মৌজা-চকবয়ড়া, জে এল নং-২১৫, উপজেলা-সিরাজগঞ্জ সদর, জেলা-সিরাজগঞ্জ।

দাগ নং (আর এস)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৫০ পূর্ণ	১০৯.০৯
১৭৫ ,,	১৫১.১০
মোট জমি=	২৬০.১৯ একর

(৬) মৌজা-বয়রা মাসুম, জে এল নং-১৬, উপজেলা- বেলকুচি, জেলা-সিরাজগঞ্জ।

দাগ নং (আর এস)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১ পূর্ণ	১৩৯.৮৩ একর

(৭) মৌজা-বড় বেড়াখারুয়া, জে এল নং-১৭, উপজেলা-বেলকুচি, জেলা-সিরাজগঞ্জ।

দাগ নং (আর এস)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১ পূর্ণ	২৯৫.৫৯ একর

(১) মৌজা- সয়দাবাদ = ৩০.০৩ একর
(২) মৌজা- বড়শিমুল পঞ্চসেনা = ২৫.৪৭ একর
(৩) মৌজা- খাসবড়শিমুল = ২৭১.৩৫ একর
(৪) মৌজা- বিরাহাটি = ১৩.৩৭ একর
(৫) মৌজা- চকবয়ড়া = ২৬০.১৯ একর
(৬) মৌজা- বয়ড়ামাসুম = ১৩৯.৮৩ একর
(৭) মৌজা- বড় বেড়াখারুয়া = ২৯৫.৫৯ একর

সর্বমোট জমির পরিমাণ= ১০৩৫.৯৩ একর।

মোঃ বিল্লাল হোসেন
জেলা প্রশাসক।

বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়

সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ০৪ আগস্ট ২০১৬

নং ২০৯১—বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত পৃষ্ঠা নং ৯৩৪১ হতে ১৩৪৫৯ পর্যন্ত ভুল মুদ্রিত হয়েছে। বর্তমানে উহার স্থলে ধারাবাহিকভাবে ৯৪৪১ হতে ১৩৫৫৯ প্রতিস্থাপিত করা হল এবং পৃষ্ঠা নং ৩১৩ হতে ৩১৬ পর্যন্ত ০৪ (চার) এবং ২১২৩ হতে ২১৬৪ পর্যন্ত মোট ৪২ পৃষ্ঠা ব্যবহৃত না হওয়ায় উক্ত পৃষ্ঠার নম্বরগুলি বাতিল করা হল।

মোঃ আব্দুল মালেক
উপপরিচালক।